সংবাদ

0 C-9

তারিখ ... 12.5.84 ...
পৃষ্ঠা ... 4 কলাম ... 4 ...

সংবাদ

ঢাকা: শনিবার, ২৯শে বৈশাখ, ১৩৯১

পরীক্ষায় অসদুপায়

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণের কয়েকটি ঘটনা পত্রিকায় খবর হয়ে এসেছে। নকল করতে বাধা দেয়ায় এক পরীক্ষা-কেন্দ্রে ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন শিক্ষক, অন্য এক কেন্দ্রে ছাত্রদের নকল সরবরাহ করতে গিয়ে শিক্ষক বহিষ্কৃত হয়েছেন সরকারী কর্মকর্তার নির্দেশে, আরেক কেন্দ্রে এক সরকারী কর্মকর্তা বহিষ্কার করেছেন একজন শিক্ষককে—কারণ, তিনি আরেক সরকারী কর্মকর্তার আত্মীয়া-পরীক্ষার্থীকে নকল করতে বাধা দিয়েছিলেন।

সব ছাত্র পরীক্ষায় নলক করতে চায় কি না তা বলা মুশকিল, হয়ত চায়; তবে শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে দুটো পক্ষ দাঁড়িয়ে গেছে—নকল করার এবং না করার পক্ষ। কোন্ পক্ষ সংখ্যাগুরু—তা অবশ্য উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই, পরীক্ষা কেন্দ্র সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা আছে তারা তা জানেন ভালভাবেই।

এসব ঘটনা-দুর্ঘটনা মিলিয়ে প্রতি বছর একই ভাবে পরীক্ষা হয়ে চলেছে। কম-বেশি নকল চলছে প্রায় সব পরীক্ষা কেন্দ্রেই, আর যে ফেল এড়ানোর জন্যে এত তোড়জোড় সেই ফেলের হারও বেড়ে চলেছে। তবু তোড়জোড়ের কমতি নেই। এ তোড়জোড়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর কর্মচারীও-যারা প্রশ্নপত্র ফাঁস বা পরীক্ষার খাতা বদলের কাজে সহায়তা করে যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় আলিম, ফাজিল ও কামিল পরীক্ষা স্থগিত রাখা হয়েছে সম্প্রতি। অন্যান্য পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে এ ধরনের ঘটনা আগেও ঘটেছে।

পরীক্ষায় অসদুপায় গ্রহণের কারণে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করে। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিক নজির হল জগন্নাথ কলেজকে পরীক্ষা-কেন্দ্র হিসেবে তিন বছরের জন্যে বাতিল করা। সেই সঙ্গে '৮৩ সালে ঐ কলেজে ডিগ্রী পরীক্ষা কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্বে যেসব শিক্ষক কর্মকর্তা নিয়োজিত ছিলেন এ বছর থেকে আগামী ৩ বছরের জন্যে তাঁদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল কাজ থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এটা অবশ্য নতুন নজির। কিন্তু পরীক্ষা স্থগিত রেখে, পরীক্ষা-কেন্দ্র বাতিল করে কিংবা পরিদর্শকদের বিরত রেখে কি এই ব্যাধি থেকে মুক্ত করা যাবে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে?

গলদ রয়েছে পরীক্ষা পদ্ধতিতেই। কিছু না বুঝে মুখস্থ করে লিখেও যখন পাস করা সম্ভব, তখন সেই গলদ যে কতখানি গভীর তা সহজেই বোঝা-যায়। পরীক্ষা ঘিরে দুর্নীতি এত প্রবল হয়ে ওঠার আগেই এ পদ্ধতি পরিবর্তনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এগিয়ে আসা উচিত ছিল। কিংবা উচিত ছিল আরো আগে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পরই, কারণ, এ পদ্ধতি ঔপনিবেশিক প্রভুরা সৃষ্টি করেছিলেন নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে। তাদের দরকার ছিল কেরানী; মেধার পরীক্ষা তাই সীমিত পর্যায়ে হলেও চলত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিষ্টার পদ্ধতি চালু করে এ ব্যাপারে পরিবর্তনের সূচনা করা হয়েছিল। আশা করা গিয়েছিল পদ্ধতি ধীরে-ধীরে স্কুল-কলেজ পর্যায়েও চালু করা হবে। কিন্তু সম্প্রতি তা বাতিল করা হয়েছে। প্রশ্নপত্রের ধরন বদলে অবজেকটিভ রীতির প্রশ্ন করার প্রস্তাবও বহুদিনের। সে লক্ষ্যেও কোন কাজ হয়নি। উন্নত দেশের পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে আমাদের উপযোগী কোনো ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি নিয়েও কেউ ভাবছেন বলে মনে হয় না। তাহলে কি হতে যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত? আপাতত আমরা এই প্রশ্নেরই মুখোমুখি হয়ে আছি কোনো যথাযথ উদ্যোগের অপেক্ষায়।